তথ্যচিত্র

তামাকে ক্ষতি ও নারী

তাবিনাজ
Tabinaj

তামাক বিরোধী নারী জোট

তথ্যচিত্র

তামাকে ক্ষতি ও নারী

প্রতিরোধে তাবিনাজ

ঢাকা, বাংলাদেশ

This publication is produced with support from
Campaign for Tobacco Free Kids (CTFK)

প্রকাশক:
নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা
৬/৮ স্যার সৈয়দ রোড, মোহাম্মদপুর
ঢাকা- ১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন: ৯১১৮৪২৮, ৯১৪০৮১২,
৮১২৭৭৪১, ৮১২৪৫৩৩

প্রথম সংস্করণ: নভেম্বর, ২০১১

অঙ্গসজ্জা ও প্রচ্ছদ: রুশিয়া বেগম
ছবি: আব্দুল জব্বার

মুদ্রণ: এম, বি, প্রিন্টার্স
২/১৪, নূরজাহান রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

মূল্য: ৫০.০০

ISBN: 978-984-467-052-5

Tamake Khoti o Nari: Protirodhey Tabinaj
(Facts on harmful effects of Tobacco on Women)
Published by:
Narigrantha Prabartana
Women's Resource Center
6/8 Sir Syed Road, Mohammadpur
Dhaka - 1207, Bangladesh.
Phone: 9118428, 9140812, 8127741, 8124533
Fax: 880-2-8113065
E-mail: narigrantha@gmail.com
kachuripana@gmail.com
www.ubinig.org, www.prabartana.com

Price: 50.00

সূচী

ভূমিকা ১
তাবিনাজ গঠনের প্রেক্ষাপট ৩
তাবিনাজের প্রধান কাজসমূহ ৫
নারীদের মধ্যে ধূমপান ৭
তামাকজাত দ্রব্য কি ১১
তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের ধরণ ১২
যে বয়স থেকে ধূমপান শুরু হয় ১৪
নারীদের ধূমপান ও পেশা ১৪
তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহারের স্বাস্থ্যের ক্ষতি ১৬
তামাকের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষতি ১৯
তামাক চাষ মারাত্মক ক্ষতিকর ২১
তামাক চাষে নারীদের কাজের ধরণ ২৫
তামাক চাষের বিভিন্ন ধাপে নারী স্বাস্থ্যের ক্ষতি ২৫
নারীরা তামাক চাষ চায় না ২৭
তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদন ২৯
তামাকজাত দ্রব্যের প্রচারে নারীর ব্যবহার ৩০
তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিরোধে আইন ৩১
দেশ-বিদেশের তথ্য ৩৩
বয়াতি শিল্পী আলেয়া বেগমের গান ৩৪

যে সব পত্রিকার সূত্র থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে - যুগান্তর, নয়াদিগন্ত, ইত্তেফাক, প্রথম আলো ও যায়যায়দিন।

ভূমিকা

তাবিনাজ (তামাক বিরোধী নারী জোট) গঠনের পর থেকে আমরা বুঝতে পারছি, এই কাজ আরও অনেক আগে শুরু করা দরকার ছিল। যাদের সাথেই আমরা কাজ করেছি তাঁদের এটা বোঝানোর দরকার পড়ে নি যে তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার নারীদের জন্য কত ক্ষতিকর। তারা নিজেরা ব্যবহার করুক কিংবা তার আশে পাশে, ঘরে বাইরে যারা আছে তারা করুক, তামাকের ক্ষতি থেকে নারীর রেহাই পাওয়া খুব কঠিন কাজ। তবুও এখন থেকেই কাজ করলে অনেক উপকার হতে পারে। তাই তাবিনাজ খুব সক্রিয়ভাবে কাজ শুরু করে দিয়েছে।

উল্লেখ্য, নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা ৩১ মে, ২০১০ সালে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসে নারী সংগঠন সমূহের সাথে সভা করতে গিয়ে তাবিনাজ গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

মূল কাজ হচ্ছে নারীদের ওপর তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করা। নারী নিজে তাকে রক্ষা করতে পারলে তার পরিবারের অন্য সকলেও রক্ষা পাবেন এমন আশা নিশ্চয়ই করা যায়। কিন্তু এই কাজ ভাল ভাবে করতে হলে আমাদের যথেষ্ট তথ্য দরকার। তাবিনাজের কাজ করতে গিয়ে আমরা দেখেছি তথ্য যা আছে, তা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকার কারণে সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায় না। এই সুযোগ নিয়ে তামাকজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণহীনভাবে ব্যবহার হচ্ছে এবং মানুষ মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

এই দ্রব্যের উৎপাদন থেকে শুরু করে প্রতিটি ধাপেই ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। তাই তাবিনাজ তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহারের কারণে ক্ষতির বিরুদ্ধে নারীদের সংগঠিত করে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চায়। এই

উদ্দেশ্যে তামাক চাষ ও তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহারের নানা ক্ষতির কথা তুলে ধরে এই তথ্যচিত্র প্রকাশ করা হচ্ছে। এর মধ্যে সব তথ্য আছে এমন দাবী আমরা করবো না, তবে প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য অবশ্যই আছে যা আমাদের কাজে লাগবে। আমরা হাতের কাছে যা পেয়েছি, তাই দিয়ে প্রথম তথ্যচিত্র প্রকাশ করছি। ভবিষ্যতে আরও তথ্য চিত্র প্রকাশ করা হবে।

তথ্যচিত্রের কাজে যারা সহযোগিতা করেছেন তাঁরা হলেন উবিনীগ ও নারীগ্রন্থ প্রবর্তনার কর্মীরা বিশেষ করে - শাহীনুর বেগম, মাহমুদা বেগম নার্গিস, রাশেদুজ্জামান, সাইদা আখতার, রুশিয়া বেগম, রোকেয়া বেগম, ডরথী সরকার, আব্দুল জব্বার, সামিউল ইসলাম ও সীমা দাস সীমু।

এ ছাড়া যারা জাতীয় পর্যায়ে ধূমপানের বিরুদ্ধে কাজ করছে তাদের কাছ থেকেও আমরা তথ্য নিয়েছি যেমন - কনজুমার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব), ওয়ার্ক ফর বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি ট্রাষ্ট), নাটাব, প্রজ্ঞা, সিটিএফকে, ঢাকা আহসানিয়া মিশন, মানস, আধুনিক, ন্যাশনাল হার্ট ফাউণ্ডেশন হাসপাতাল ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান।

এই তথ্যচিত্র প্রকাশে ক্যাম্পেন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস্ (CTFK) সহযোগিতা করেছেন বলে তাদের ধন্যবাদ জানাই।

ফরিদা আখতার
আহবায়ক তাবিনাজ

তাবিনাজ গঠনের প্রেক্ষাপট

তামাক বিরোধী নারী জোট (তাবিনাজ) আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে ২০১১ সালে ৬ মার্চ - আন্তর্জাতিক নারী দিবসের (৮ই মার্চ) প্রাক্কালে। বাংলাদেশে নারী আন্দোলনের নানান দিক থেকে দেখলে এই সংগঠনের আত্মপ্রকাশ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হলে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহারের যে সম্পৃক্ততা তা সনাক্ত করে এই সংগঠন নারী আন্দোলনের কাজে এক নতুন যাত্রা যোগ করেছে।

তাবিনাজের আত্মপ্রকাশ হঠাৎ করে ঘটে নি। বাংলাদেশে ধূমপান বিরোধী আন্দোলন চলছে দীর্ঘদিন ধরে। তবে তা বেশীর ভাগ পুরুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। নারীদের ধূমপায়ী হিসেবে যেমন চিহ্নিত করা হয় না, তেমনি ধূমপান বিরোধী আন্দোলনেও নারীদের সক্রিয় সম্পৃক্ততা দেখা যায় না। তাই নারী সংগঠনগুলো প্রতি বছরে নারী নির্যাতন বিরোধী বিভিন্ন দিবস পালন করলেও ৩১ মে, বিশ্ব তামাক মুক্ত দিবসে কোন কর্মসূচী গ্রহণ করে না। বিশ্ব তামাক মুক্ত দিবস, ২০১০ পালন করার জন্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নারীর ওপর তামাকের ক্ষতিকর প্রভাবকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০১০ সালের বিশ্ব তামাক মুক্ত দিবসের প্রতিপাদ্য গ্রহণ করে 'নারীদের সম্পৃক্ত করার জন্য তামাক কোম্পানীর কৌশল'।

এই প্রেক্ষিতে বিশ্ব তামাক মুক্ত দিবস (৩১ মে, ২০১০) পালন করার জন্য নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা ও উবিনীগ "নারী স্বাস্থ্য ঝুঁকির জন্য তামাক কোম্পানী দায়ী" শীর্ষক সভার আয়োজন করে। সভাটি অনুষ্ঠিত হয়

অ্যাইডিবি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭। এই আলোচনা সভায় দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে বিভিন্ন পেশার নারীরা অংশগ্রহণ করেন। জেলা পর্যায় থেকে আগত নারীরা নিজ নিজ এলাকার চিত্র তুলে ধরেন। সকলের আলোচনা-পর্যালোচনা থেকে সিদ্ধান্ত হয়, নারীদের জন্য তামাক বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে একটি 'তামাক বিরোধী নারী জোট' গঠন করা হবে। 'তামাক বিরোধী নারী জোট' গঠনের প্রস্তাব নেয়া হয় এই সভায় ৩১ মে, ২০১০ তারিখে। যার প্রেক্ষিতে ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রাক্কালে ৬ মার্চ, ২০১১ তারিখে তাবিনাজ আত্মপ্রকাশ করে। তাবিনাজের সদস্য সংগঠনগুলো ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের বিরুদ্ধে এবং তামাক চাষে নিরুৎসাহিত করতে কাজ করে যাচ্ছে।

৬ মার্চ, ২০১১ আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রাক্কালে তাবিনাজের আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানে উদ্বোধন করেন মাহবুব আরা গিনি, সংসদ সদস্য, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও প্রফেসর লতিফা সামসুদ্দিন, প্রাক্তন চেয়ারপারসন এবং বিভাগীয় প্রধান (অবস্ এন্ড গাইনী) বিএসএমএমইউ, ঢাকা।

তাবিনাজের প্রধান কাজসমূহ

১. সকল পযার্য়ের নারীদের ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদন ও ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতন করা এবং নারীদের রক্ষার জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করা।

২. তামাক নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদন, ব্যবহার, ক্রয়, বিক্রয় ও বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ প্রণয়ন করেছে। এই আইনে নারীদের রক্ষা করার কোন নির্দিষ্ট বিধান নাই। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের উদ্যোগের সাথে তাবিনাজ অংশগ্রহণ করবে এবং অবদান রাখবে।

৩. বিশ্বব্যাপী ধূমপান বিরোধী জনমত গড়ে উঠেছে এবং ধূমপান নিয়ন্ত্রণের জন্য, এমনকি বন্ধের জন্য আন্দোলন চলছে। ধূমপানের কারণে স্বাস্থ্যের ক্ষতি এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতির দিকগুলো ক্রমশঃ পরিস্কার হয়ে উঠেছে। তবে এ পর্যন্ত ধূমপান বা তামাক সেবনের বিষয়টি পুরুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং তামাক বিরোধী আন্দোলনও পুরুষরাই মূলতঃ পরিচালনা করেছেন। শুধু ধূমপান ও তামাক সেবন নয়, নারীরা তামাক উৎপাদনের কারণেও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। তামাক চাষ করতে ব্যাপকভাবে কীটনাশক ব্যবহার করতে হয়। এর ফলে নারীদের প্রজনন স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। গর্ভবতী নারীদের বাচ্চা নষ্ট হয়ে যায়, কিংবা বিকলাংগ শিশুর জন্ম হয়। এ ছাড়াও নারীদের অনেক স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা যায়। নারীরা নানা ভাবে

তামাক সেবনের সাথে যুক্ত থাকলেও এবং ধূমপানের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিষয়টি নারী আন্দোলন কিংবা নারী স্বাস্থ্য আন্দোলনের দাবী-দাওয়ার অংশ হয়নি। তাবিনাজ তামাক বিরোধী আন্দোলনকে নারী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত করতে চায়।

৪. তামাক চাষ ও তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদনের সাথে নারীরা জড়িত। নারীদের তামাকের পাতা পোড়াতে গিয়ে ৬০ থেকে ৭২ ঘন্টা এক নাগারে না ঘুমিয়ে থাকতে হয়। এর ফলে শারীরিক ও মানসিক সমস্যা দেখা যায়। তাই তামাক চাষ ও তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদনের সাথে জড়িত নারী শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও তাদের মজুরী শোষণের দিক বিবেচনা করে নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্ত নেয়ার সুপারিশ করা।

৫. দেশের বিশিষ্ট নারী ব্যক্তিত্ব, শিক্ষক, সাংস্কৃতিক কর্মী, কবি, লেখিকা, আইনজীবী, রাজনৈতিক কর্মী, আইন শৃংখলা রক্ষা বাহিনী, ব্যবসায়ীসহ সকল পেশার নারীদের অংশগ্রহণে তাবিনাজ সক্রিয়ভাবে আন্দোলন গড়ে তুলতে চায়।

৬. জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় সরকারের নারী প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় ও আইন প্রণয়ন ও সংশোধনে তাঁদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে।

৭. সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের জাতীয় ও স্থানীয় পযার্য়ের নীতিনির্ধারণী মহলে মত বিনিময় ও তথ্য বিনিময়ের মাধ্যমে সঠিক নীতিনির্ধারণের সহযোগিতা করা।

নারীদের মধ্যে ধূমপান

আমেরিকায় সিগারেট কোম্পানীর বিজ্ঞাপন ও প্রভাবে নারীর হাতে সিগারেট উঠেছে প্রায় ৮০ বছর আগে। ১৯২৮ সালে তামাক কোম্পানী নারী স্বাধীনতার আন্দোলনের সুযোগ পুরোপুরি কাজে লাগায়। তখন নারীদের ভোটের অধিকারের আন্দোলন চলছে, নারী তার ব্যক্তি আধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এই সময় তার স্বাধীন ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাতে হলে সিগারেট তার হাতে জ্বলতে হবে। তামাক কোম্পানী বুঝেছিল নারী মানব জাতির অর্ধেক, তাদের বাদ দিয়ে কোন ব্যবসা হবে না। এই সময় ফিলিপ মরিস (Philip Morris) এর বিজ্ঞাপন - সিনেমার বিখ্যাত নায়িকার হাতে সিগারেট, আর বক্তব্য 'Believe in Yourself' আধুনিক নারীদের মনে স্থান করে নিতে পেরেছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গবেষণায় দেখা গেছে বিশ্বব্যাপী ১০০ কোটি ধূমপায়ীর মধ্যে শতকরা ২০ ভাগ বা ২০ কোটি নারী। তামাক কোম্পানী পুরুষদের পর নারীর দিকেই নজর দিয়েছে, তাদের ব্যবসার ভবিষ্যত বিবেচনা করে। কারণ তাদের ক্রেতাদের একটি বড় অংশ খুব তাড়াতাড়ি অকাল মৃত্যুর শিকার হবে, তা হলে নতুন ক্রেতা তৈরী না করলে তামাক কোম্পানীর ব্যবসার ক্ষতি হবে। প্রায় ১৫১টি দেশের

তথ্য নিয়ে দেখা গেছে বয়ঃসন্ধি কালের ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে ধূমপানে সংখ্যা বেড়েছে। শতকরা ১২% ছেলে এবং ৭% মেয়েরা ধূমপান করছে।

ল্যানসেট (Lancet) জার্নালের তথ্য অনুযায়ী নারী ধূমপায়ীরা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সম্ভাবনা পুরুষদের তুলনায় ২৫% বেশী। এবং ফুসফুসের ক্যান্সারে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা পুরুষদের তুলনায় দ্বিগুণ। ব্রিটিশ হার্ট ফাউনডেশন মনে করে নারীদের শারীরিক গঠনের কারণে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের ক্ষতিকর প্রভাব বেশী, যদিও তামাক কোম্পানী দেখাতে চায় যে নারী ধূমপায়ীদের জন্য হাল্কা বা কম ক্ষতিকর ব্রান্ড তৈরি করছে।

ল্যানসেট জার্নালের মতে ২০০৪ সালে বিশ্বব্যাপী ৪০% শিশু, ৩৩% অধূমপায়ী পুরুষ এবং ৩৫% অধূমপায়ী নারী পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হয়ে মারা গেছেন।

তামাকজাত দ্রব্য কি?

সাধারণত দুই ধরণের তামাকজাত দ্রব্য দেখা যায়

ক. ধূমপান: বিড়ি, সিগারেট, চুরুট, হুক্কা।

খ. ধোঁয়াবিহীন: জর্দা, গুল, সাদাপাতা/আলাপাতা, খৈনী, নস্যি।

নারীরা ধূমপায়ী হিসাবে সংখ্যায় কম হলেও তারা পরোক্ষ ধূমপানের শিকার। অন্যদিকে ধোঁয়াবিহীন তামাক সেবনের প্রবণতা নারীদের মধ্যে বেশী। পানের সাথে জর্দা, সাদাপাতা, ও গুলের ব্যবহার গ্রাম ও শহর সবখানেই দেখা যায়। এর ফলে নারীরা নানা রকম স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছে। তামাক চাষ এবং নানা ধরণের তামাকজাত দ্রব্য সেবন নারী-পুরুষ এবং শিশুদের জন্য নীরব ঘাতক হিসাবে কাজ করে। তামাক চাষের কারণে খাদ্যের অভাবসহ অতি পরিশ্রম ও মানসিক চাপ নারীকে তার স্বাভাবিক জীবন থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে। নারীকে ক্ষতিকর তামাক থেকে মুক্ত করা জরুরী।

তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের ধরণ

পুরুষ (বয়স অনুযায়ী)

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সমীক্ষা অনুযায়ী বাংলাদেশে পুরুষ বিড়ি ধূমপায়ীর সংখ্যা ১ কোটি ১ লক্ষ। এর মধ্যে দরিদ্র ধূমপায়ীরা প্রতিদিন ৭ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা বিড়ির পেছনে ব্যয় করেন। উন্নয়নশীল দেশে পুরুষ ধূমপায়ী শতকরা ৪৮ ভাগ এবং মহিলা শতকরা ৭ ভাগ।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের একটি জরিপ বলছে মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রদের ৭০% এবং ছাত্রীদের ৫০% কোন না কোনভাবে তামাক সেবন করছেন। আর স্কুলশিক্ষার্থীদের ১৮.৫% ধূমপান শুরু করে ১৫ বছর বয়স হওয়ার আগেই।

বাংলাদেশ নগর স্বাস্থ্য জরিপ, ২০০৬ অনুযায়ী নগরের বস্তিতে পুরুষ সিগারেট ৫০%, বিড়ি ৬% এবং বিড়ি ও সিগারেট উভয়ই গ্রহণ করে ৫%।

জেলা পৌরসভার ক্ষেত্রে সিগারেট ৪৩%, বিড়ি ৫% এবং বিড়ি ও সিগারেট উভয়ই গ্রহণ করে ২%।

বাংলাদেশ জনমিতি ও স্বাস্থ্য জরিপ, ২০০৭ অনুসারে গ্রামাঞ্চলের পুরুষ ধূমপান করে ৬২% এবং শহরাঞ্চলের পুরুষ ধূমপান করে ৫৪%। গ্লোবাল অ্যাডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে, ২০০৯ অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার মধ্যে তামাক ব্যবহার করে ৫৮ শতাংশ পুরুষ। তার মধ্যে চর্বনযোগ্য তামাক সেবন করে ২৬.৪% পুরুষ।

নারী (বয়স অনুযায়ী)

বাংলাদেশে ২৯% নারী তামাক ব্যবহারকারী আছে। তার মধ্যে ধোঁয়াবিহীন তামাক সেবনের হার ২৮% (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা)। ১.৫% নারী সিগারেট এবং ১.১% নারী বিড়ির মাধ্যমে ধূমপান করেন। ৩০% নারী কর্মস্থলে এবং ২.১% পাবলিক প্লেসে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার (নাটাব)। ২০০৪-২০০৫ সালের তুলনায়, ২০০৯ সালে ৩৯ লক্ষ নারী তামাক সেবনে যোগ হয়েছে। ধূমপান না করেও পরোক্ষ ধূমপানের শিকার প্রায় ১ কোটি নারী। বর্তমানে বিশ্বে ২০ কোটি মহিলা ধূমপায়ী।

৩০ ভাগ প্রাপ্ত বয়স্ক নারী কর্মস্থলে এবং ২১ ভাগ নারী জনসমাগমস্থলে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হচ্ছে।

বেসরকারী সংগঠন 'প্রজ্ঞা'র দেয়া তথ্য অনুযায়ী দেশে বর্তমানে নারী ধূমপায়ীর সংখ্যা প্রায় ৭ লাখ। আর ১ কোটি ৩০ লাখের ওপরে ধোঁয়াবিহীন জর্দা, সাদাপাতা, গুল তামাকজাত দ্রব্য সেবনে অভ্যস্ত। ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহারের হার নারীদের মধ্যে অনেক বেশী। নারীদের মধ্যে শতকরা ২৮ এবং পুরুষদের মধ্যে শতকরা ২৬ জন ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহার করে। প্রত্যক্ষ ধূমপানের হার পুরুষের মধ্যে অনেক বেশী। ৪৫ ভাগ পুরুষ এবং ১.৫ ভাগ নারী সিগারেটের মাধ্যমে

এবং ২১ ভাগ পুরুষ ১.১ ভাগ নারী বিড়ির মাধ্যমে ধূমপান করে। তবে পুরুষদের ধূমপানের ফলে নারীদের পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হওয়ার হার অনেক বেশী। ২০০৯ সালের তথ্য অনুসারে ৩০ ভাগ প্রাপ্ত বয়স্ক নারী কর্মস্থলে এবং ২১ ভাগ নারী জনসমাগমস্থলে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হচ্ছে। অর্থাৎ ধূমপান না করে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার বাংলাদেশের প্রায় ১ কোটি নারী।

যে বয়স থেকে ধূমপান শুরু হয়

বাংলাদেশ নগর স্বাস্থ্য জরিপ, ২০০৬ অনুযায়ী ১৫-১৯ বছর বয়সেই নগরের ভিতর ১/৩ অংশ এবং শহরের ১/৫ অংশ পুরুষ ধূমপান শুরু করে দেয়। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, বয়ঃসন্ধিকাল থেকেই ছেলে এবং মেয়েরা কৌতুহলবশতঃ তামাক সেবন, বিশেষ করে সিগারেট পানে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

নারীদের ধূমপান ও পেশা

যেখানে নারী শ্রমিকরা বেশী কাজ করে সেখানে ধূমপান বেশী হয়। এছাড়া চা শ্রমিক, বাসা বাড়িতে কাজ করেন এই পেশার নারীরা সরাসরি তামাকজাত দ্রব্য যেমন জর্দা, সাদাপাতা, গুল অর্থাৎ ধোঁয়াবিহীন তামাক ৫০-৬০% সেবন করে থাকেন। একই সাথে দিনমজুর পেশার পুরুষ, শ্রমিক, রিক্সাচালক, গাড়িচালক এবং অন্যান্য পেশার পুরুষরা বিড়ি, কমদামী কেটু সিগারেট সেবন করে থাকেন। উবিনীগের একটি গবেষণায় "সর্বনাশা বিষ-কীটনাশকের ব্যবহার ও নারী" তে দেখা গেছে বিড়ি

কারখানায় কাজ করা শিশু, কিশোররা অল্প বয়স থেকেই বিড়ি, গুল সেবন করে থাকে।

নারীদের মধ্যে ধূমপানের প্রবণতা লক্ষণীয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) রিপোর্ট আনুযায়ী আগামীতে নারীদের ধূমপান তিন গুণ বাড়বে, প্রায় ৫৩ কোটি নারী যার ৮০% উন্নয়নশীল দেশেই হবে। দক্ষিণ এশিয়াতে ধূমপায়ী নারী (সিগারেট, বিড়ি)-৩%। বাংলাদেশে ২৯% নারী তামাক ব্যবহারকারী আছে, তার মধ্যে ধোঁয়াবিহীন তামাক সেবনের হার ২৮% এবং নারী ধূমপায়ী ১২%। তারা প্রকাশ্যেই ধূমপান করছে। ঠাকুরগাঁও জেলায় ১৪ লাখ জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রাপ্ত বয়স্ক নারী পুরুষের সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৯ লাখ। সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী এই জেলায় ৩ লাখ ৮০ হাজার নারী-পুরুষ তামাক ব্যবহার করেন। তবে ঠাকুরগাঁও জেলায় তামাকের প্রবণতা বেশী হওয়ায় এই সংখ্যা ৫ লাখেরও অধিক বলে সেখানকার চিকিৎসকদের ধারণা।

গ্রাম এলাকায় বিড়ির ব্যবহার বেশী। বিড়ির ওপর কর (Tax) কম হওয়ায় বিড়ির দামও কম। তাছাড়া সিগারেটের তুলনায় ধূমপানের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে তেমন ধারণা না থাকায় গ্রামের কৃষক, দিনমজুর অনবরত বিড়ি পান করছে। সেই সাথে এই জেলায় নারীদের মধ্যে জর্দা, গুল, সাদাপাতার ব্যবহার অনেক বেশী। অনেক নারী দাঁতের ব্যথা থেকে সাময়িক উপশম লাভের জন্য গুল ব্যবহার করে। এতে করে নারীরা সরাসরি তামাকজনিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছে।

তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহারে স্বাস্থ্যের ক্ষতি

ধূমপানের স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী দুই রকম ক্ষতিকর প্রভাব আছে। স্বল্পমেয়াদী ক্ষতিকর প্রভাবের মধ্যে হার্ট আকারে বেড়ে যাওয়া, হার্টের অক্সিজেনের চাহিদা বেড়ে যাওয়া, রক্তে কার্বন মনক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া, রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যাওয়া, উচ্চ রক্তচাপ ইত্যাদি। ধূমপান হার্ট অ্যাটাকের একটা মুখ্য কারণ। অধূমপায়ীদের চেয়ে ধূমপায়ীদের ছয়গুণ বেশী রক্তচাপ বেড়ে যায়। যাদের একবার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে তারা যদি ধূমপান বন্ধ না করেন, তবে তাদের দ্বিতীয়বার হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কা অধূমপায়ীদের চেয়ে দ্বিগুণ।

তামাকের প্রধান উপাদান হলো 'নিকোটিন' জাতীয় এলকালয়েড যা শক্তিশালী বিষ। গবেষণায় প্রমাণিত যে ১০ শলাকার এক প্যাকেটের সিগারেটে নিকোটিনের গড় পরিমাণ ২৫ মিলি গ্রাম যা কোন মানুষের শরীরে ইনজেকশন হিসাবে দেয়া হলে কয়েক মিনিটের মধ্যে সে মারা যাবে। নিকোটিন ছাড়া আরও থাকে পাইরিডিন, আইসোপ্রিন, উদ্বায়ী এসিড, টারফেনল, ফারফুরান, একরোলিন। ফুসফুসে ক্যান্সারের ৯৬% কারণ হলো ধূমপান। ধূমপানের কারণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ফুসফুসের ক্যান্সার, হার্টের রোগ ও স্ট্রোক, শ্বাস প্রশ্বাসের সমস্যাসহ নানা রোগ হয়। ধোঁয়াবিহীন তামাক সেবনও মুখের ক্যান্সার, খাদ্যনালীর ক্যান্সার, রক্তচাপসহ নানা ধরণের স্বাস্থ্য সমস্যার সৃষ্টি করে। হৃদরোগ, কিডনীরোগ, ব্রংকাইটিস, মুখগহ্বরে ঘা, শ্বাসনালী, খাদ্যনালী, পিত্তথলীর ঘা, ব্রেষ্ট ক্যান্সার এ সবের কারণও ধূমপান।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, প্রতিবছর দুনিয়ায় ৫০ লাখ মানুষ ধূমপানজনিত রোগের কারণে মারা যায়। বর্তমান দুনিয়ায় অল্প বয়স্ক মানুষের মৃত্যুর অন্যতম কারণ ধূমপান। ২০২০ সালে ধূমপানের কারণে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়াবে এক কোটি।

যুক্তরাষ্ট্রের পেন ষ্টেট কলেজ অব মেডিসিনের বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখতে পান ঘুম থেকে ওঠার ৩০ মিনিটের মধ্যে যেসব রোগী ধূমপান করে, তারা কমপক্ষে ১ ঘন্টা পরে যারা ধূমপান করে তাদের থেকে প্রায় ৭৯ ভাগ ক্যান্সারের ঝুঁকিতে থাকে। যে ব্যক্তি সকাল সকাল ধূমপান শুরু করে, সে বেশী বেশী ধোঁয়া পাকস্থলিতে টেনে নেয়। এতে ক্যান্সারের ঝুঁকিও বেড়ে যায়।

তামাক ব্যবহারের কারণে প্রধান রোগগুলো হচ্ছে মুখ ও গলায় ক্যান্সার, ফুসফুসে ক্যান্সার, হাঁপানি, পেটে ঘা, হৃদরোগ, যৌন ক্ষমতা হ্রাস, প্যারালাইসিস, দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসকষ্ট, ফুসফুসে যক্ষ্মা, বিবর্ণ ক্ষয়প্রাপ্ত দাঁত ও ক্ষতিগ্রস্ত মাড়ি, মৃত ভ্রূণ, সময়ের আগে ও কম ওজনের শিশু জন্ম নেয়া ইত্যাদি রোগ হয়ে থাকে। তামাকের ফলে দেশের শুধু আর্থিক ও স্বাস্থ্যগত ক্ষতিই নয় পরিবেশেরও ক্ষতি হচ্ছে।

তামাক ব্যবহারের কারণে মহিলাদের মধ্যে ডায়াবেটিস, ফুসফুসে ক্যান্সার ও গ্যাংরিণসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। পঙ্গু হয় ৩ লাখ ৮২ হাজার মানুষ।

যাদের একবার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে, তারা যদি ধূমপান বন্ধ না করেন, তবে তাদের ধূমপান শারীরিক, মানসিক পরিশ্রমের ক্ষমতা

কমিয়ে দেয়। ধূমপান হার্ট, ব্রেইন ইত্যাদিতে রক্ত জমাট বাধতে সাহায্য করে। নারীদের হৃদরোগ প্রতিরোধের প্রাকৃতিক ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

উন্নত বিশ্বে যখন ধূমপায়ীর সংখ্যা কমছে, বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে তাদের ব্যবসা বাড়ানোর চেষ্টা করছে। অধূমপায়ীরা ধূমপায়ীদের সঙ্গে বসবাস করলে হৃদরোগের ঝুঁকি ২৫ ভাগ বেড়ে যায়।

'ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর' সিগারেটের মোড়কে লেখা এ সর্তকবাণী ধূমপায়ীদের কাছে কোনো আবেদনই সৃষ্টি করতে পারছে না। শিক্ষিত ধূমপায়ীরা সতর্কীকরণ বার্তাটি দেখেই ধূমপান করছেন আর অশিক্ষিত ধূমপায়ীরা এর ধারই ধারছেন না।

বিড়ি উৎপাদনকারীরা কোনো লিখিত সতর্কবাণী প্রচার করে না। অথচ বিড়ি থেকে যে পরিমাণ ক্ষতিকর নিকোটিন নিঃসৃত হয় তা সিগারেটের চেয়ে মারাত্মক ক্ষতিকর।

তামাক চাষ ও বিড়ি ফ্যাক্টরীতে কাজ করতে গিয়ে নারীরা স্বাস্থ্য সমস্যার শিকার হচ্ছে। জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি ব্যবহারের সাথে তামাক সেবন করলে হার্টের রোগের ঝুঁকি বেড়ে যায় (নাটাব)।

ইউনিসেফের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে ৫ বছরের কম বয়সী ৭২ লক্ষ শিশু অপুষ্টিতে ভুগছে। প্রতিদিন যে অংকের অর্থ ধূমপানের মাধ্যমে ধোঁয়া হয়ে উড়ে যাচ্ছে তা যদি মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যবহার করা হতো তাহলে অপুষ্টির শিকার ৭২ লক্ষ শিশুকে প্রতিদিন ১ গ্লাস করে দুধ খেতে দেয়া সম্ভব হতো। অথবা ১ কোটি ৪৫ লক্ষ লোকের দৈনিক খাদ্য (ক্যালরি) ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব।

তামাকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষতি

অর্থনৈতিক ক্ষতি

তামাক ব্যবহার জনিত অসুস্থতার কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রতিবছর ১০ হাজার কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়। বাংলাদেশে যে পরিমান অর্থে তামাক ব্যবহৃত হয় তার ৬৯% খাদ্য ক্রয়ে ব্যয় হলে অপুষ্টির কারণে যেসব শিশু অকালে মারা যায় তার ৫০ ভাগ শিশুকে বাঁচানো সম্ভব। অথচ সরকার তামাক কোম্পানীর কাছ থেকে বছরে ৫ (পাঁচ) হাজার কোটি টাকা ভ্যাট বাবদ রাজস্ব আয় পায় বলে তাদের অনেক গুরুত্ব দেয়।

বছরে ১২ লাখ মানুষ তামাক ব্যবহার জনিত প্রধান ৮টি রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। এ কারণে রোগের চিকিৎসা, অকাল মৃত্যু ও পঙ্গুত্ব বরণের কারণে বার্ষিক এ বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে।

সামাজিক ক্ষতি

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীদের বিশেষ করে অল্প বয়সে ধূমপানে পারিবারিক কিংবা সাংস্কৃতিক বাধা রয়েছে। গুরুজন বা মুরুব্বী, মা-বাবার সামনে আমাদের কোন ছেলে বা মেয়ে হাতে সিগারেট বা বিড়ি নিলে তা নিন্দনীয় অপরাধ বলেই মনে করা হয়। সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর পেছনে কোনো সমর্থন নেই এবং এই মনোভাব সর্বস্তরের পরিবারের। এ ছাড়া সামাজিক বাধা শিথিল হতে থাকায় নারীরা ধূমপানে আকৃষ্ট হওয়ার পেছনে জোরালো প্রতিবন্ধকতা নেই। গর্ভবস্থায় নারীদের ধূমপান মাতৃগর্ভের সন্তানের জন্য বিকলাঙ্গ সন্তানের জন্ম, শিশু জন্মের পর অকালমৃত্যু ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে যায়। এতে

পারিবারিক, সামাজিক ও আর্থিক ক্ষতি হয়। সামাজিক কারণে নারীরা সিগারেট হাতে নেয় না। পান-সুপারি খাওয়ার অভ্যাস গ্রামের প্রায় সবার। গরিবের বাড়িতে গেলে পান ও সাদাপাতা দিয়ে আপ্যায়ন করতে না পারলে তারা কষ্ট পান। পান-সুপারির সাথে নানা রঙের জর্দা, পান-মসলাও খেতে দেন। বিয়ের বাড়িতে পান-সুপারির প্যাকেট সাজানো থাকে। সামাজিক, নৈতিক এবং চিরাচরিত প্রথানুসারে পান-সুপারি বিশেষভাবে সস্তা আর আকর্ষণীয় বিষয়। মাঝে মধ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পান-সুপারির সাথে ১০০ কিংবা ৫০০ টাকার নোট সাজিয়ে দেয়া থাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য।

তামাক চাষ মারাত্মক ক্ষতিকর

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তৎকালীন তামাক কোম্পানি বিটিসির (ব্রিটিশ টোব্যাকো কোম্পানি) বর্তমানে বিএটিসির তত্ত্বাবধানে এই এলাকায় তামাক চাষ শুরু হয়। তারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নানান সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে চাষীদের তামাক চাষে প্রলুব্ধ করতে থাকে। উপর্যপরি

তামাক চাষের ফলে এই এলাকার ভূমি উর্বরতা শক্তিও হারাতে থাকে। শাক সবজিসহ অন্যান্য ফসলের বদলে কোম্পানিগুলো কৃষকদের নানা সুবিধা ও প্রলোভন দেখিয়ে তারা তামাক চাষে এখনও আকৃষ্ট করে চলেছে। কুষ্টিয়া, রংপুর, বান্দরবানসহ তামাক চাষ এলাকায় চাষীদের তামাক চাষে উৎসাহিত করতে তামাক কোম্পানীগুলো বিশেষ সুবিধা প্রদান করতে শুরু করেছে। তামাক চাষ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের প্রশিক্ষণসহ সব ধরণের কৌশলগত, উৎপাদনগত ও আর্থিক সুবিধা

দিয়ে তারা চাষীদের তামাক চাষে উদ্বুদ্ধ করে চলেছে। এ সব এলাকায় তামাক চাষের শুরু থেকেই তামাক কোম্পানীগুলো তামাক চাষীদের ঋণ হিসেবে নগদ টাকা, রাসায়নীক সার, কীটনাশক, প্রয়োজনীয় অন্যান্য উপকরণ দিয়ে থাকে। এছাড়া তামাক চাষ ও তামাক প্রক্রিয়াজাত বিষয়ে তারা চাষীদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়। চাষের পুরো মৌসুমে তামাক কোম্পানীর মাঠকর্মী ও কৃষিবীদরা চাষ এলাকা পরিদর্শন করে এবং চাষীদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়।

বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে তামাক চাষ হয়ে আসছে এবং উত্তরবঙ্গ থেকে শুরু করে বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী অঞ্চলে ব্যাপকভাবে তামাক চাষ করানো হচ্ছে। বিদেশী ও দেশী বিভিন্ন কোম্পানীর উদ্যোগে কৃষকদের নানা ধরণের সুযোগ সুবিধা দিয়ে তামাক চাষে উদ্বুদ্ধ করানো হচ্ছে। কিন্তু এর ফলে শীতের মৌসুমে বা রবি মৌসুমে খাদ্য উৎপাদনের জমিতে শাক সবজি, ডাল, তেল, গম, বোরো ধান উৎপাদন না করে কেবল তামাক উৎপাদন করা হচ্ছে। জমিতে খাদ্য উৎপাদন হচ্ছে না, ফলে খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ বেড়েই চলেছে। তামাক চাষ শীতের মৌসুমে করা হলেও অন্যান্য মৌসুমের ফসল উৎপাদনও ব্যাহত হয়, কারণ তামাক পাতা মাঠ থেকে তোলার সময় এবং শীতের মৌসুমের

ফসল বোনার সময় এতে বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে তামাক চাষের আওতায় আনা জমিতে খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ একেবারেই কমে যায়।

কোম্পানী কৃষকের সাথে চুক্তির মাধ্যমে তামাক চাষে নিয়োগ করে এবং তামাক বীজ, সার, কীটনাশকসহ সকল উপকরণ, নগদ টাকা এবং তামাক পাতা কিনে নেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কৃষকদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে। তাই তামাক চাষ করে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সত্বেও তামাক চাষীরা কোম্পানীর কাছে বাধ্যবাধকতার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে তামাক চাষ থেকে সহজে বের হতে পারছেন না। অন্যদিকে খাদ্য উৎপাদনের জন্যে সরকার এবং অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এই ধরণের সহায়তা না পাওয়ার কারণে কৃষকরা অসহায় বোধ করে, ফলে তারা সহজেই তামাক কোম্পানীর ফাঁদে ধরা পড়ে যান। উবিনীগের গবেষণায় সরাসরি কুষ্টিয়া জেলার দুটি উপজেলা এবং কক্সবাজারের একটি উপজেলা ও বান্দরবান জেলার দুটি উপজেলায় 'তামাক চাষ বন্ধ করে খাদ্য উৎপাদন' নিয়ে গবেষণা হয়েছে এবং কৃষকরা বিশেষ করে নারী কৃষকরা এই গবেষণায় অংশগ্রহণ করে তামাক চাষের ক্ষতির দিকগুলো চিহ্নিত করেছেন। সেখানে অনেক কৃষক তামাক চাষ বন্ধ করে খাদ্য উৎপাদন শুরু করে দিয়েছেন। উবিনীগের গবেষণার মাধ্যমে এই বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে এসেছে এবং তামাক চাষ বন্ধ করতে চান এমন কৃষকরা ইতিমধ্যে খাদ্য উৎপাদনে নিজেদের নিয়োগ করেছেন।

কুষ্টিয়া এলাকায়, ২০০৬ সাল থেকে, ২০১০ সাল পর্যন্ত তামাক চাষ বন্ধ করে খাদ্য উৎপাদনের গবেষণার কাজ করতে গিয়ে লোক মুখে শোনা গেছে যে, তামাক উৎপাদন এলাকায় তামাক চাষের সময়

আত্মীয়রা বাড়িতে তামাকের কাজ করতে হবে বলে কেউ বেড়াতে আসে না। এরকমও আছে যে তামাক চাষী পরিবারে কেউ কেউ মেয়ে বিয়ে দিতে চায় না। তামাকের কাজে মেয়েকে কষ্ট করতে হবে সেজন্য।

তামাক চাষীরা তাদের উৎপাদন খরচ কমাতে এই চাষে বিনামূল্যের শ্রমিক হিসেবে স্ত্রীকেও সম্পৃক্ত করে। ফলে তামাক চাষ ও উৎপাদন এবং প্রক্রিয়াজাতকরণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত থাকায় পারিবারিকভাবে নারীদের নানা রোগের সৃষ্টি হয় এবং চিকিৎসা ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং যার ফলে তারা অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে।

এছাড়াও পারিবারিকভাবে তামাক চাষের কারণে যে সকল মাশুল গুণতে হয় তা হলোঃ

১. পরিবারে শিশু এবং গর্ভবতী সদস্যদের মধ্যে স্বাস্থ্য ঝুঁকি প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পেতে থাকে।

২. পরিবারের সদস্যদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টিসহ মৌলিক চাহিদার সংকট সৃষ্টি হয়।

৩. গর্ভবতী মায়ের প্রসবকালীন ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। বিকলাঙ্গ বা প্রতিবন্ধী শিশুর জন্মের আশংকা বৃদ্ধি পায়।

৪. তামাক চাষে অতিরিক্ত বিষ ব্যবহারের ফলে ফসলী জমির উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায়। ফলে পারিবারিক ভাবে খাদ্য সংকটসহ অন্যান্য সংকট দেখা দেয়।

৫. তামাক চাষের কারণে এলাকার গো-খাদ্য সংকট দেখা দেয় এবং গবাদি পশু কমে যায়। এর প্রভাব পড়ে পরিবারে।

তামাক চাষে নারীদের কাজের ধরণ

এক নাগাড়ে ৬০-৭২ ঘন্টা না ঘুমিয়ে থাকতে হয়

১. বীজতলা তৈরী
২. চারা রোপন
৩. রিং করা
৪. শুরটানা
৫. কলমা ভাঙ্গা
৬. পাতা ভাঙ্গা
৭. পাতা ষ্টিক করা
৮. পাতা পোড়ানো
৯. পাতা জাগ দেওয়া

নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত প্রায় ৫ মাস কমপক্ষে ৯ ধরণের কষ্টসাধ্য কাজে নারীদের জড়িত থাকতে হয়।

তামাক চাষের বিভিন্ন ধাপে নারী স্বাস্থ্যের ক্ষতি

১. বীজতলা তৈরীঃ কোমড় ব্যথা, ঘনঘন প্রস্রাব, মাথা ব্যথা, চোখে অন্ধকার দেখা।

২. জমি তৈরীঃ কোমড় ব্যথা, হাঁটু ব্যথা, অতিরিক্ত ঘাম ঝরা, গ্যাস্ট্রিক।

৩. চারা রোপনঃ কোমড় ব্যথা, হাতের আঙ্গুলে ব্যথা।

৪. রিং করাঃ চোখে রক্ত উঠা, মাথা ঝিমঝিম করা, হাত অবশ হয়ে যাওয়া, মুখে অরুচি, মহিলাদের তলপেটে ব্যথা।

৫. শুরটানাঃ কোমর ব্যথা, মাথা ঘুরা, গা ঝিমঝিম করা, অতিরিক্ত ঘাম

ঝরা, শরীর দুর্বল।

৬. গাছের পরিচর্যা: কোমর ব্যথা, গা জ্বালা-পোড়া, জ্বর।

৭. আড়ি তোলা: শরীর ব্যথা, হাতে ফসকা, শ্বাসকষ্ট, হাঁচি, কাশি।

৮. কলমা ভাঙ্গা: হাতে ঘা, বমিবমি ভাব, মাথা ঘুরানো, মুখ তিতা হয়ে যায়, খাবার অরুচি, পাতলা পায়খানা, মাথার চুল পড়ে যাওয়া।

৯. পাতা ভাঙ্গা: শ্বাস কষ্ট, ডায়রিয়া, শরীর দুর্বল, সাদা স্রাব যাওয়া, চোখ জ্বালা-পোড়া, কাশি, হাঁপানি, চোখে ঝাপসা দেখা।

১০. পাতা ষ্টিক করা: হাতের অঙ্গুল ব্যথা, চোখ জ্বালা-পোড়া, খাবার অরুচি, বমিবমি ভাব, পায়ে ব্যথা।

১১. পাতা পোড়ানো: শরীর জ্বালা-পোড়া করা, ডায়রিয়া, শরীর ঝিমঝিম করা, প্রস্রাব জ্বালা-পোড়া, গ্যাষ্ট্রিক, জন্ডিস, হাঁপানি, হাঁচি, শ্বাসকষ্ট।

১২. পাতা জাগ দেওয়া: হাঁচি, কাশি, জ্বর, শ্বাসকষ্ট, চোখ জ্বালা পোড়া।

১৩. তামাক চাষে বিঘা প্রতি ১৫০ কেজি (তিন ধরণের) রাসায়নিক সার ও ৮ ধরণের রাসায়নিক কীটনাশক (তরল ও দানাদার) ব্যবহার করতে হয়।

১৪. তামাক শিল্পের ক্রমবর্ধমান বাজার নারীদের, নির্দিষ্টভাবে, নবীন বয়সের নারীদেরই লক্ষ্য করে করা হয়েছে।

১৫. নিম্ন ও মধ্য আয়ের নারীদেই টার্গেট করেছে, যারা এমনিতেই নানা ধরণের স্বাস্থ্য সমস্যার শিকার।

১৬. ধূমপান না করেও পরোক্ষ ধূমপানের শিকার প্রায় ১ কোটি নারী।

১৭. ৩০% নারী কর্মস্থলে, ২১% নারী পাবলিক প্লেসে ধূমপানের পরোক্ষ শিকার হয় (নাটাব)।

নারীরা তামাক চাষ চায় না

তামাক চাষী নারীদের মতে

১. শীত মৌসুমে খাদ্য শস্য কুয়াশায় ক্ষতি হয় কিন্তু তামাকের কোন ক্ষতি হয় না।
২. তামাক চাষের জন্য জমি সহজে লিজ পাওয়া যায়।
৩. তামাক চাষীরা কোম্পানীর কাছ থেকে ঋণ, সার, কীটনাশক ও অন্যান্য উপকরণ সুবিধা পেয়ে থাকে।
৪. এলাকায় বিকল্প ফসল চাষের কোন ব্যবস্থা বা উদ্যোগ নাই।
৫. তামাক পাতার বাজার নিশ্চিত।
৬. কষ্ট বেশী হলেও একসাথে অনেক টাকা পাওয়া যায়।
৭. জমি লিজ নেওয়ার জন্য কোম্পানী অগ্রিম টাকা দেয়।
৮. শাক-সবজি ও খাদ্য ফসলের বাজারের নিশ্চয়তা কম।
৯. তামাক চাষ করে শরীর অসুস্থ হলেও চিকিৎসা করতে টাকার সমস্যা হয় না।
১০. তামাক এলাকায় জমি লিজ মূল্য বেশী হওয়ার কারণে শাকসবজি উৎপাদন করলে ফসল বিক্রি করে জমির লিজ মূল্য উঠে আসে না।
১১. উৎপাদিত খাদ্য শস্য সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা নাই যেমনঃ গুদাম, কোল্ড ষ্টোরেজ, আরত ইত্যাদি।
১২. দেখাদেখি চাষ।

কারণ

১. তামাক চাষে বেশী পরিশ্রম এবং কষ্ট বেশী।
২. তামাক আট মাসের একটি ফসল।
৩. তামাক চাষে খরচ বেশী, ঝুঁকিও বেশী।

৪. সার্বিক হিসাব করলে লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশী। দেখতে মনে হয় বেশী লাভ। আসলে গড়পরতা সমান।
৫. তামাক চাষের কারণে ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনার ক্ষতি হয়।
৬. জমিতে দীর্ঘদিন তামাক চাষ করার ফলে অন্যান্য ফসল উৎপাদনের সম্ভাবনা কমে যাচ্ছে।
৭. তামাকের বদলে সবজি ও খাদ্য উৎপাদন করলে ৮ মাসে কমপক্ষে তিনটি ফসল ঘরে তোলা যায়।
৮. তামাক চাষের কারণে গাছপালা নাই, ছায়া নাই, ফলফলাদি খাওয়া যায় না।
৯. শাকসবজির চাষ করলে কষ্ট কম, ঝুঁকিও কম।
১০. তামাক চাষ না করলে ছেলে- মেয়েদের অসুখ বিসুখ কম হয়।
১১. তামাক চাষে সার, বিষ বেশী লাগে।
১২. তামাক চাষে মহিলারা বেশী অসুস্থ হয়।
১৩. ৮ মাস তামাক চাষ করে ৪ মাস বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়।
১৪. তামাক চাষ করলে অন্য কিছু করার সুযোগ নাই, বেশী সময় দিতে হয়।
১৫. তামাক পাতা পোড়ানোর সময় পরিবারের সবাই অসুস্থ হয়ে পড়ে।
১৬. তামাক চাষ করলে কোম্পানীর কাছ থেকে নেওয়া ঋণের কবল থেকে মুক্ত হওয়া যায় না।
১৭. যে পরিমাণ সার, বিষ ব্যবহার করা হয় সে পরিমাণ ফলন পায় না।
১৮. জমিতে মূলা বের হয়।
১৯. সঠিক মূল্য পাওয়া যায় না।

বিড়ি ফ্যাক্টরীতে নারী শ্রমিকের ব্যবহার

প্রতি বছর ২ হাজার ৫ শত কোটি শলাকা সিগারেট এবং প্রায় ১০ হাজার ৮ শত কোটি শলাকা বিড়ি উৎপাদিত হয়। ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে প্রতি ২৫ শলাকার বিড়ি প্যাকেটে দুই টাকা কর আরোপের প্রস্তাব করা হলেও ঐ প্রস্তাব বাজেটে পাশ হয়নি। তামাক গাছের কান্ড, শিকড় এবং অন্যান্য উচ্ছিষ্ট অংশ বিড়ি তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। বিড়ি কারখানাগুলোতে পুরুষের পাশাপাশি বিপুল সংখ্যক নারী ও শিশু শ্রমিক কাজ করে। অকল্পনীয় নিম্নমজুরি বিড়ি শ্রমিকের জীবনকে করে তোলে অসহনীয়। একটি মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণী বিড়ি শ্রমিকদের কষ্টার্জিত মজুরি শোষণ করে নেয়। বিড়ি শ্রমিকেরা প্রতি হাজার বিড়ি বানানোর জন্য ২১ টাকা পেয়ে থাকেন যার অর্ধেক (১০ টাকা) সিরিয়াল মালিক নামে মধ্যস্বত্বভোগীরা নিয়ে যায় কারখানাগুলোতে। সপ্তাহে ৪ দিন কাজ হয়, বাকি ৩ দিন বন্ধ। নিম্নমজুরি ছাড়াও বিড়ি কারখানায় শ্রমিকদের অমানবিক, বিষাক্ত পরিবেশে কাজ করতে হয়। স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার পরিবেশ, অসহনীয় তামাকের গন্ধে ভরা এ সব কারখানায় কর্মরত শ্রমিকেরা প্রতি মুহূর্তে তাদের আয়ু হারাচ্ছে, পাশাপাশি শিশু শ্রমিকেরা হারাচ্ছে স্বর্ণালী শৈশব।

তামাকজাত দ্রব্যের প্রচারে নারীর ব্যবহার

বিশেষ একটি কোম্পানী, ২০১১ সালে নতুন কৌশল নিয়ে মাঠে নেমেছে। তারা তাদের উৎপাদিত সিগারেট বাজারজাত করার জন্য মেয়েদের 'বিক্রয় প্রতিনিধি' ও 'প্রোডাক্ট প্রমোটার' হিসাবে নিয়োগ দিয়ে মাঠে নামিয়েছে ভোক্তা সংগ্রহের জন্য। নিয়োগ প্রাপ্ত মেয়েরা শহর এবং শহরতলীর হাট-বাজার, টার্মিনাল, দোকানপাট, ঢাকা শহরের বিভিন্ন রিক্সা গ্যারেজে এবং প্রতিটি জনবহুল স্পটে উপস্থিত হচ্ছে কোম্পানীর উৎপাদিত সিগারেট নিয়ে। কোম্পানীর নির্দেশ মোতাবেক তাদের একটাই টার্গেট, নানা কৌশলে তাদের উৎপাদিত বিভিন্ন ব্র্যান্ডের সিগারেট পানের জন্য ধূমপায়ীদের আকৃষ্ট করে ভোক্তা তৈরী করা। ঐ মেয়েদের হাতে তখন থাকে ব্যাগ ভর্তি সিগারেট। তারা কোন পুরুষ দেখলেই তার কাছে বসে উক্ত ব্র্যান্ডের ফ্রি সিগারেট ধরিয়ে টানতে বলে। ঐ পুরুষ অন্য ব্র্যান্ডের সিগারেট টানলেও মেয়েটির সাথে কিছু সময় আড্ডা দেয়ার জন্য সিগারেট জ্বালায়। এর মাঝে চলতে থাকে নানা রকম বাজে উক্তি এবং কথাবার্তা। মাঝে মধ্যে অনেক তিক্ত বাক্যও শুনতে হয় মেয়েদের। শহরের বিভিন্ন চায়ের দোকান এবং অন্যান্য দোকানের সামনে তামাক কোম্পানীদের 'বিক্রয় প্রতিনিধি' ও 'প্রোডাক্ট প্রমোটার' হিসাবে মেয়েদের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি টানিয়ে দিয়েছে অনেক তামাক কোম্পানী। টোব্যাকো কোম্পানীগুলো মেয়েদের উচ্চ বেতনের প্রলোভন এবং বিক্রয় টার্গেট পূরণ হলে অধিক বোনাসের লোভ দেখিয়ে পোশাক শিল্পের নারী শ্রমিকদের নিয়োগ দিচ্ছে। পোশাক শিল্পের নারী শ্রমিকদের ছাড়াও স্কুল/কলেজের মেয়েদের 'বিক্রয় প্রতিনিধি/প্রোডাক্ট প্রমোটার' হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে।

তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিরোধে আইন

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ৫৬তম সম্মেলনে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার জন্যে The WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) নামক কনভেনশনে বাংলাদেশ ১৬ জুন, ২০০৩ তারিখে স্বাক্ষর এবং ১০ মে, ২০০৪ তারিখে অনুস্বাক্ষরও করে। বাংলাদেশ সরকার, ২০০৫ সালের ১৫ মার্চ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদন, ব্যবহার, ক্রয়, বিক্রয় ও বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বিধান প্রণয়নকল্পে 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ প্রণয়ন করে রুল ও বিধি জারি করে।

এই আইনের ১০ নম্বর ধারা অনুযায়ী বিড়ি-সিগারেটের প্যাকেটের ৩০% জায়গাজুড়ে ৬টি স্বাস্থ্য সতর্কীকরণ বাণী প্রতি ছয় মাস অন্তর পরিবর্তন হওয়ার কথা থাকলেও তা মানা হচ্ছে না। 'ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর' শুধু এই বাণীটিই বছরের পর বছর চলছে। এ অবস্থায় বিড়ি, সিগারেটসহ সব তামাকজাত পণ্যের মোড়কে ছবিসহ সতর্কবাণী প্রচারের দাবি ক্রমেই গুরুত্ব পাচ্ছে। ইতিমধ্যে থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, কানাডাসহ বিশ্বের ২৩টি দেশে তামাকজাত পণ্য বিক্রি করার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলো মোড়কে ছবিসহ সতর্কবাণী দিচ্ছে। এটি তামাক নিয়ন্ত্রণের একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এতে করে ধূমপায়ীরা ধূমপান ত্যাগে উৎসাহী হবে এবং সম্ভাব্য ধূমপায়ীরা নিরুৎসাহী হবে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো আগামী বছর থেকে বাংলাদেশেও ছবিসহ সতর্কবাণী প্রচারের দাবি জানাচ্ছে বিভিন্ন তামাক বিরোধী সংগঠন। 'তামাক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে সচিত্র সতর্কীকরণের প্রভাব' বিষয়ক এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, বয়ঃসন্ধিকাল থেকেই ছেলে এবং মেয়েরা কৌতূহলবশত তামাক সেবন, বিশেষ করে সিগারেট পানে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। প্যাকেটের গায়ের সতর্কীকরণ বাণী তাদের মনে কোনো পরিবর্তন আনতে পারে না। তামাকের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ হওয়ায় আকর্ষণীয় মোড়ক ও অন্যান্য

কলাকৌশল করে প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের ক্ষতি পুষিয়ে নিচ্ছে। কাজেই আইনের সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে বা নতুনভাবে আইন প্রণয়ন করে তামাকজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে শুধু বাণীই নয়, তামাক ব্যবহারে সৃষ্ট বিভিন্ন রোগের ছবি দেওয়া বাধ্যতামূলক করে আইন করাও জরুরী।

যদিও এই আইনে প্রধানতঃ তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার বন্ধ করার কথা রয়েছে, তবুও ১২নং ধারায় তামাকজাত দ্রব্যেও বিকল্প ফসল উৎপাদনের জন্য ঋণ প্রদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

বলা হয়েছেঃ ১২ (ধারা) তামাকজাত দ্রব্যের বিকল্প ফসল উৎপাদনের জন্য ঋণ প্রদান-

১. তামাক চাষীকে তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনে নিরুৎসাহ এবং বিকল্প অর্থকরী ফসল উৎপাদনে উৎসাহ প্রদানের জন্য সরকার সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করবে, এরূপ সুবিধা এই আইন কার্যকর হবার পরবর্তী পাঁচ (৫) বৎসর পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

২. তামাকজাত দ্রব্যে উৎপাদন ও ব্যবহার ক্রমাগত নিরুৎসাহিত করবার লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করবে।

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ) আইনের খসড়া সংশোধনীতে সাদাপাতা, গুল, জর্দাকে তামাকজাত দ্রব্যের সংজ্ঞায় ফেলেছেন সরকার। বর্তমানে জনসমক্ষে ধূমপানের যে আইন তা লঙ্ঘন করার জরিমান ৫০ টাকা। খসড়া আইনে জরিমানা ৩০০ থেকে ৫ হাজার টাকা করা হয়েছে। আইনের ৫ ও ১০ নম্বর ধারায় তামাকজাত পণ্যের যে কোন ধরনের বিজ্ঞাপন, প্রচারণা, বিপণন কৌশল কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। বিদ্যমান আইনে তামাক কোম্পানিকে সরাসরি ও পর্যাপ্ত জরিমানা করা সম্ভব নয়। খসড়া আইনে তামাক কোম্পানিগুলোকে আইন ভঙ্গ হতে বিরত রাখতে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে দৃষ্টান্তমূলক আর্থিক জরিমানার বিধান সংযোজনের প্রস্তাব করা হয়েছে। শাস্তি ও জরিমানার ক্ষেত্রে ব্যক্তির চেয়ে কোম্পানিকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

দেশ-বিদেশের তথ্য

থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, কানাডাসহ বিশ্বের ২৩টি দেশে তামাকজাত পণ্য বিক্রি করার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলো মোড়কে ছবিসহ সতর্কবাণী দিচ্ছে। এটি তামাক নিয়ন্ত্রণের একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এতে করে ধূমপায়ীরা ধূমপান ত্যাগে উৎসাহী হবে এবং সম্ভাব্য ধূমপায়ীরা নিরুৎসাহি হবে।

সারা বিশ্বের তুলনায় বাংলাদেশে সিগারেটের দাম পড়ে সবচেয়ে কম। ২০ শলাকার ১টি সিগারেটের প্যাকেটের দাম সিঙ্গাপুরে ৮.০৬ মার্কিন ডলার, শ্রীলংকায় ২.৮৩ মার্কিন ডলার, ভারতে ১.৮৪ ডলার, থাইল্যান্ডে ১.২৯ ডলার এবং বাংলাদেশে ০.৬৮ ডলার। বাংলাদেশে সিগারেটের কম দামের কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশেই সিগারেটের শুল্ক সবচেয়ে কম, যা নেপালে ৭০%, ভারতে, ৫৮%, শ্রীলংকায় ৫৪% আর বাংলাদেশে ৫০%। সাম্প্রতিককালে সিগারেটের ওপর দুই পর্যায়ে কর আরোপ করা হয়েছে।

বয়াতি শিল্পী আলেয়া বেগমের গান

ও ভাই ও বোন রে
তামাক মুক্ত চাই বাংলাদেশ ॥
তামাক চাষে জমির ক্ষতি
তামাক দ্রব্য স্বাস্থ্যের ক্ষতি
জীবন করে শেষ।

তামাক চাষে বেশী সার
করিতে হয় ব্যবহার
সেই বিষ তামাকের গায় ॥
পাতায় পাতায় বানায় জর্দা গুল
বিড়ি-সিগারেট বানায় তামাকে
প্রতি টানে বিষ থাকে
দিনে দিনে বাড়ে ক্লেশ।

ভয়াবহ ক্যান্সার রোগ
ধূমপান হয় ইহার বাহক
অসুস্থ অশান্তির মূল
বিড়ি-সিগারেট জর্দা গুল
সময় থাকতে হবেন সচেতন
সুস্থ সুন্দর সমাজ গড়বো
তামাক দ্রব্য বর্জন করবো
জীবন হবে বেশ।

ধূমপায়ী অপরাধী
সবার মাঝে ছড়ায় ব্যাধি
যেই বাবা ধূমপান করে
শিশুটির আগ্রহ বাড়ে
মজার জিনিষ তাইতো
বাবা খায়।
এক দিন, দুই দিন, তিন দিন করে
ছেলেটিও ধূমপান করে
ধ্বংস পরিশেষ ॥

তাবিনাজ নেটওয়ার্ক সদস্য সংখ্যা ৫৮টি
তাবিনাজের মোট জেলা সংখ্যা ৪৭

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলা	সংগঠন
১	রংপুর	১. পঞ্চগড়	১. পল্লী সহায়ক সংস্থা ২. নলকুড়া সংস্থা
		২. দিনাজপুর	১. মহিলা স্বনির্ভরশীল সংস্থা
		৩. রংপুর	১. উন্নত পরিবার গঠন মহিলা সংস্থা
		৪. গাইবান্ধা	১. পল্লীবধূ কল্যাণ সংস্থা
		৫. লালমনিরহাট	১. পারিবারিক আয় উন্নয়ন মহিলা সংস্থা ২. মানসিক মহিলা সংস্থা
		৬. কুড়িগ্রাম	১. এসোসিয়েশন ফর অল্টারনেটিভ ডেভেলপমেন্ট
২.	রাজশাহী	৭. চাঁপাইনবাবগঞ্জ	১. সমতা নারী উন্নয়ন সংস্থা ২. মহিলা কর্মসহায়ক সংস্থা
		৮. জয়পুরহাট	১. এইচ পি ডি ও ২. সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট সার্ভিস
		৯. নওগাঁ	১. আশ্রয় সমাজ কল্যাণ সংস্থা ২. জননীর ছায়া সমাজ উন্নয়ন সংস্থা
		১০. পাবনা	১. শুচিতা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা
		১১. রাজশাহী	১. সপুরা দুঃস্থ মহিলা সমাজ কল্যাণ সমিতি
		১২. সিরাজগঞ্জ	১. অংকুর দুঃস্থ নারী উন্নয়ন সংস্থা ২. বন্ধন সমাজ উন্নয়ন সংস্থা
		১৩. বগুড়া	১. গ্রামীণ আলো
৩.	ঢাকা	১৪. গোপালগঞ্জ	১. দিশারী ফাউন্ডেশন
		১৫. ফরিদপুর	১. মহিলা উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
		১৬. রাজবাড়ী	১. সমন্বিত প্রমিলা মুক্তি প্রচেষ্টা
		১৭. মাদারীপুর	১. সৌহার্দ নারী কল্যাণ ফাউন্ডেশন
		১৮. কিশোরগঞ্জ	১. বন্ধন সোসাইটি
		১৯. নেত্রকোনা	১. বিরিশিরি বহুমুখী মহিলা সমবায় সমিতি
		২০. জামালপুর	১. ঝুমকা মহিলা সমিতি
		২১. ময়মনসিংহ	১. প্রদীপ মহিলা উন্নয়ন সংস্থা
		২২. টাঙ্গাইল	১. স্মরণী

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলা	সংগঠন
		২৩. মানিকগঞ্জ	১. সোসিও ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সিডা)
		২৪. গাজীপুর	১. বাদুয়ারচর শতদল সমাজ কল্যাণ সংস্থা
		২৫. নারায়ণগঞ্জ	১. মৌচাক মহিলা সমাজ কল্যাণ সমিতি
		২৬. মুন্সিগঞ্জ	১. মানব উন্নয়ন সংস্থা
		২৭. নরসিংদী	১. মাদারস্ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি ২. চেতনা মহিলা সংস্থা
৪.	বরিশাল	২৮. বরিশাল	১. বরিশাল মহিলা কল্যাণ সংস্থা
		২৯. বরগুনা	১. রুরাল ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন (আর ডি এ)
		৩০. পটুয়াখালী	১. আদর্শ মহিলা সংস্থা
৫.	খুলনা	৩১. খুলনা	১. নাইস ফাউন্ডেশন ২. দুঃস্থ মহিলা সমাজ কল্যাণ
		৩২. বাগেরহাট	১. সুপ্তি মহিলা উন্নয়ন সংস্থা
		৩৩. সাতক্ষিরা	১. ভূমিষ্ট সংস্থা ২. চুপড়িয়া মহিলা সংস্থা
		৩৪. চুয়াডাঙ্গা	১. আলোর ছোঁয়া
		৩৫. ঝিনাইদহ	১. এ্যাকশন ইন ডেভেলপমেন্ট ২. উইমেন্স কাউন্সিল সোসাইটি
		৩৬. যশোর	১. সুপ্রভাতী ২. উন্নয়নী মহিলা উন্নয়ন সংস্থা
		৩৭. মাগুড়া	১. রুরাল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (আর ডি এস)
৬.	সিলেট	৩৮. সিলেট	১. টিলাপাড়া পরিবার উন্নয়ন সংস্থা
		৩৯. মৌলভীবাজার	১. শ্রীমঙ্গল ফাউন্ডেশন
৭.	চট্টগ্রাম	৪০. কুমিল্লা	১. হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন
		৪১. নোয়াখালী	১. অনন্যা বহুমুখী কল্যাণ সংস্থা
		৪২. ফেনী	১. শাহপুর দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন সংস্থা
		৪৩. চট্টগ্রাম	১. যুগান্তর সমাজ উন্নয়ন সংস্থা
		৪৪. কক্সবাজার	১. কর্মনীড় সামাজিক মহিলা উন্নয়ন সংস্থা
		৪৫. রাঙ্গামাটি	১. হিল উইমেন্স ফেডারেশন
		৪৬. খাগড়াছড়ি	১. খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সংস্থা
		৪৭. বান্দরবান	১. এম জেড একতা মহিলা সমিতি

নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ের পাশাপাশি স্বাস্থ্য, পরিবেশ, প্রাণবৈচিত্র্য এবং কৃষিতে নারীর অবদান তুলে ধরার জন্য জেলা পর্যায়ের সংগঠনগুলোর সাথে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা খুবই জরুরী। বর্তমানে নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা সেই দিকেই কাজ করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। পাশাপাশি নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজের ক্ষেত্র ও ধরণে বিস্তৃতি ঘটাচ্ছে। একই সঙ্গে প্রকাশনা, তথ্য, প্রচার ও বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নেয়ার মাধ্যমে নারীদের জন্য একটি প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে।

তামাক ব্যবহার ও তামাক চাষে নানাবিধ ক্ষতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা বিশেষভাবে নারীর ক্ষতির দিকটি সামনে তুলে এনে তামাকের বিরুদ্ধে নারীকে সচেতন করবার জন্য 'তামাক বিরোধী নারী জোট' (তাবিনাজ) গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে। বর্তমানে তাবিনাজের সচিবালয় হিসাবে কাজ করছে। তাবিনাজ (তামাক বিরোধী নারী জোট)-এর সদস্যদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের ক্ষেত্রে নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তাবিনাজের তরফে তামাকের ক্ষতির বিরুদ্ধে নারীদের সচেতন করবার জন্য এই পুস্তিকাটি আশা করি সকলের কাজে লাগবে।

সচিবালয়ঃ নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, ৬/৮ স্যার সৈয়দ রোড
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোনঃ ৮১২৭৭৪১, ৮১২৪৫৩৩। ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৮১১৩০৬৫